IID

পলিসি ব্রিফ

ই !কুয়ালিটি রেসিলিয়েন্স স্টাডি:

স্থানীয় পর্যায়ের পাইলট গবেষণা

একটি বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে করোনা যেমন স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে এক ভয়াবহ দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, তেমনি এর আর্থ-সামাজিক প্রভাবও কম নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও এটি একদিকে যেমন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বাঁধা সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে এর কারনে শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাপকভাবে ব্যহত হয়েছে। বিশেষ করে করোনাকালীন সাধারণ ছুটির কারণে প্রায় ৮২ সপ্তাহ স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুদের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ ভয়াবহভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে। অর্থাৎ করোনা মহামারী যে শিশুদের শিক্ষার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে সে ব্যাপারে জনমানুষের মাঝে একটি সাধারণ ধারণা বিরজমান ছিলো। তবে এই ধারণার অথবা সমস্যার সপক্ষে গবেষণালব্ধ তথ্য-প্রমাণের ঘাটতি রয়ে গিয়েছিলো।ফলে উক্ত এ সমস্যা নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়াও সম্ভব ছিলো না। এই প্রেক্ষাপটে আইআইডি, স্থানীয় পর্যায়ে শিশুদের শিক্ষার উপর কোভিড মহামারীর প্রভাব সম্পর্কে অংশীজনদের দৃষ্টিভঙ্গী বোঝার জন্য 'ই !কুয়ালিটি রেসিলিয়েন্স স্টাডির' নামক গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি যে, করোনা মহামারীর মত দুর্যোগকালীন সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কতটুকু সহনশীল ও করোনাকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে এবং কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো সহনশীল হবে তা বোঝার চেষ্টা করেছি।

তথ্য সংগ্রহের স্থানঃ

- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা
- গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

সাক্ষাৎকার

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)

তথ্য সংগ্রহের উৎসঃ

- ১০৩ জন শিক্ষার্থী
- ৯ জন স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য
- ৯৩ জন অভিভাবক
- ৬ জন সরকারি কর্মকর্তা
- ২০ জন শিক্ষক
- ৬ জন বেসরকারি কর্মকর্তা

করোনা-সময়ে শিক্ষাঃ

করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে, বাংলাদেশ সরকার প্রধানত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছে

অনলাইন ক্লাস

টেলিভিশন ক্লাস

হোম অ্যাসাইনমেন্ট

তবে
অনলাইন ক্লাস,

৫৩%
অভিভাবকের মতে একদমই উপকারী ছিলোনা

৩৫%
শিক্ষকের মতে একদমই উপকারী ছিলোনা

৩৫%
শিক্ষকের মতে কিছুটা উপকারী ছিলো

অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তাতে অংশগ্রহণ করাছিলো বিরাট চ্যালেঞ্জিং বিষয়। কারণ এ গবেষণার তথ্য থেকে দেখা যায়,

৯৯%
বাড়িতে কোনো ল্যাপটপ ছিল না

৬৩%
বাড়িতে কোনো স্মার্টফোন বা ট্যাব ছিল না

৮০%
বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ ছিল না

৭২%
বাড়িতে কারোর প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা ছিল না

অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পরিস্থিতি অনলাইনে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুকূলে ছিলো না। তবে বেশিরভাগ শিক্ষক ও অভিভাবকের মতে অনলাইন ক্লাসের তুলনায় টেলিভিশন ক্লাস ও হোম অ্যাসাইনমেন্ট কিছুটা হলেও বেশি কার্যকরী ছিলো।

টেলিভিশনে ক্লাসঃ

৫১%
অভিভাবকের মতে - কিছুটা উপকারি ছিল

৭৫%
শিক্ষকের মতে - কিছুটা উপকারি ছিল

হোম অ্যাসাইনমেন্টঃ

৫৫%
শিক্ষকের মতে - অনেক উপকারি ছিল

৬৪%
অভিভাবকের মতে - কিছুটা/অনেক উপকারী ছিল

৮২% শিক্ষার্থী বলেছে - মহামারির জন্য স্কুল যেতে না পারা ছিলো সবচেয়ে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা।

৬৭% শিক্ষার্থী স্কুলবন্ধ থাকাকালীন গল্পের বই পড়ে সময় কাটিয়েছে।

৫৬% শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই পড়ার প্রতিও আগ্রহ ছিলো।

৩১% শিক্ষার্থী নিজ থেকেই পড়তে বসতো।

৫২% অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে নিজেরা পড়াতেন।

পড়াশোনার বর্তমান অবস্থাঃ

দীর্ঘ ১৭ মাস বন্ধ থাকার পর, গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে পুনরায় স্কুলে সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় করোনা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরে আসার পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিকের দিকে।

৯৮%
শিক্ষার্থী - বর্তমানে নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণও বলে স্কুলে উপস্থিতির হার করোনারপূর্ব সময়ের তুলনায় প্রায় আগের মতোই রয়েছে অথবা বেড়েছে।

করোনার পর স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার-

৯৫%
শিক্ষকের মতে - একই রকম আছে অথবা আগের থেকে বেড়েছে

তবে সার্বিক শিক্ষার পরিস্থিতির ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের উভয়ই শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিন্তিত।

৫৬%
অভিভাবকের মতে - সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ কমে গেছে।

অন্যদিকে আগে শেখানো পড়া বা অনুশীলনের ক্ষেত্রে-

৬৩%
শিক্ষার্থী মনে করে -
তারা আগের পড়া ভুলে যায় নি।

কিন্তু,

৫৬%
অভিভাবক মনে করেন- দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা আগের পড়া ভুলে গিয়েছে।

৬০%
শিক্ষক মনে করেন- দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা আগের পড়া ভুলে গিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ -

৬২%
অভিভাবক মনে করেন - সন্তান লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।

৬০%
শিক্ষক মনে করেন - শিক্ষার্থীরা এই দীর্ঘ বিরতির কারণে অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।

(এছাড়া শ্রীমঙ্গলের গবেষণায় অংশ নেয়া ৫৫% অভিভাবকরা মনে তাদের সন্তানেরা মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়েছে।)

করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব

করোনা মহামারী বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যা পরোক্ষভাবে এসকল পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মহামারীর সময়ে প্রায়,

আয় কমে গিয়েছিলো- **৮৪%** পরিবারের।

পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে **৬৪%** অভিভাবক তাদের সন্তানের পড়ালেখার পেছনে খরচ কমিয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষণায় অংশ নেয়া **৯০%** শিক্ষকই বলেন তাদের স্কুলে যথাযথ কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবল রয়েছে। এছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ডিভাইসও আছে। এদের মধ্যে **৬০%** শিক্ষকের স্কুলে ল্যাপটপ, **৭০%** শিক্ষকের স্কুলে ফোন/ট্যাব এবং **৭৫%** শিক্ষকের স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

তবে,

৮০% শিক্ষক বলেন পরবর্তীতে প্রয়োজন হলেও অনলাইন ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের সুযোগ বা অর্থ তাদের নেই।

সুপারিশমালা

এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার যেমন শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় প্রশাসনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তাদেরকে একই প্লাটফর্মে এনে আলোচনা-সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

গবেষণার ফলাফল দেখা যায় যে, শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ই মনে করেন যে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা আগের পড়া ভুলে গেছে। অন্যদিকে স্কুলের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীরা আগের পড়া পুনঃঅনুশীলন করার সুযোগও পায় নি। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণে শেখার স্তর অনুযায়ী পঠন বা Teaching at the Right Level (TaRL) উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে ভারত, কেনিয়া, আইভরি কোস্ট, নাইজেরিয়া এবং জাম্বিয়ার মতো বেশ কয়েকটি দেশে এই উদ্যোগটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ পরামর্শ অনুযায়ী, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় বর্ধিত করা, শিক্ষার্থীদের টানা কয়েকবছর একজন নির্দিষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে রাখা, ক্লাসের বাইরেও সপ্তাহে একাধিকবার শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তারা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, যেগুলো মহামারীর কারণে শিক্ষার্থীরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তা কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতা করবে।

স্কুলে একটি ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের মানসিক ও সামাজিক বিভিন্ন ধরণের চাহিদার ব্যাপারে কথা বলতে পারবে, এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবে।

বিশেষ করে করোনার সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণে তাদের সার্বিক শিক্ষা ও শ্রেণিকার্যক্রমকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

পরবর্তিতে কোভিডের মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় ডিভাইস ক্রয় করার জন্য আলাদা বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য অভিভাবক পর্যায়ে যথাযথ কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

IID
EDUCATIONOUTLOUD
advocacy & social accountability
GPE Transforming Education